44

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 31 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ইতিহাসের বিচার বদলাবে ॥ বদলাবে লাইব্রেরি বই লেখাও কি ছেড়ে দেবে মানুষ?

আবীর হাসান

শুধু ইতিহাস নয়, পুরনো দিনের কথা জানার কৌতূহল সব মানুষেরই আছে। এর কারণ হলো এক এক সময় এক এক রকমভাবে জীবনযাপন করেছে মানুষ। আজকের দিনের লোক জানে না এক শ' বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষরা কিভাবে দিন কাটিয়েছে। তখন কেমন ছিল মানুষে মানুষে সম্পর্ক কিংবা মানুষ অবসর কাটাত কেমন করে অথবা সামাজিক আচার-আচরণ কেমন ছিল!

এ বিষয়গুলো ইতিহাসে লেখা থাকে না, ইতিহাসে লেখা থাকে রাজা রাজড়াদের কথা, যুদ্ধবিগ্রহের মতো বড় বড় ঘটনার কথা—বেশির ভাগই অঘটনের কথা। কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনযাপনের কথা ইতিহাস পড়ে জানা যায় না, জানা যায় সাহিত্য পড়ে অথবা তখনকার মানুষের লেখা ডায়েরি, চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় পাওয়া যাবে এগুলো?

সবই তো রয়েছে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় যাদুঘরে অথবা বড় বড় ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরিতে। সেখানে গিয়েও এগুলো দেখা খুব কষ্টকর। কারণ নানা নিয়ম-কানুন আর বিধিনিষেধও আছে।

ইতিহাস, সাহিত্য, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের ছাত্র অথবা গবেষকরা তাই খুব অসুবিধায় ছিলেন। যাঁরা ভিনদেশী তাঁদের জন্য অসুবিধা আরও বেশি। ধরা যাক জ্যান মাইকেলের লেখা একটি বই কেউ খুঁজছেন। ড্যান মাইকেল ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর লেখক। তাঁর বইটি আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। আমেরিকান কোন গবেষক হয়ত খবর পেলেন AC 9927/21 নং শেলফে বইটি আছে। প্রথমে তিনি প্লেনে চড়ে ব্রিটেনে গেলেন, তারপর গেলেন লাইব্রেরিতে। কিন্তু নির্দিষ্ট শেলফের কাছে গিয়ে দেখলেন যে, ওটা সংরক্ষিত। কারণ প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে বইটিকে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছে এবং ওটি দেখতে বা পড়তে হলে বিশেষ কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন। তখন আবার ছোটাছুটি।

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য এখন কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরি ১৩ বছর আগে ১৮০১ সাল থেকে ১৯১৯ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত একটি বইয়ের তালিকা তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজী ভাষার বই ব্রিটেনেও আছে, আমেরিকাতেও আছে, অস্ট্রেলিয়াতেও আছে, কানাডাতেও আছে। ফলে প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রথম অবস্থায় দুরূহ হয়ে পড়েছিল, কারণ তখন কম্পিউটারের সাহায্য তেমন একটা পাওয়া যায়নি। কিছুদিন পর, কম্পিউটারের সাহায্য পাওয়ার পর বইগুলোর তালিকা তৈরি সহজ হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেও দেখা গেল ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত শুধু বইয়ের তালিকার ৬টি খণ্ড প্রকাশ হয়েছে। ১৯৯৭ সাল নাগাদ প্রকাশ হবে ৫৬টি খণ্ড। কিন্তু তার পরেও শেষ হবে মাত্র ১৮৭১ সাল পর্যন্ত কাজ। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তালিকা তৈরি করতে প্রয়োজন হবে আরও ৮৫টি খণ্ডের এবং লাগবে আরও ১৫ বছর।

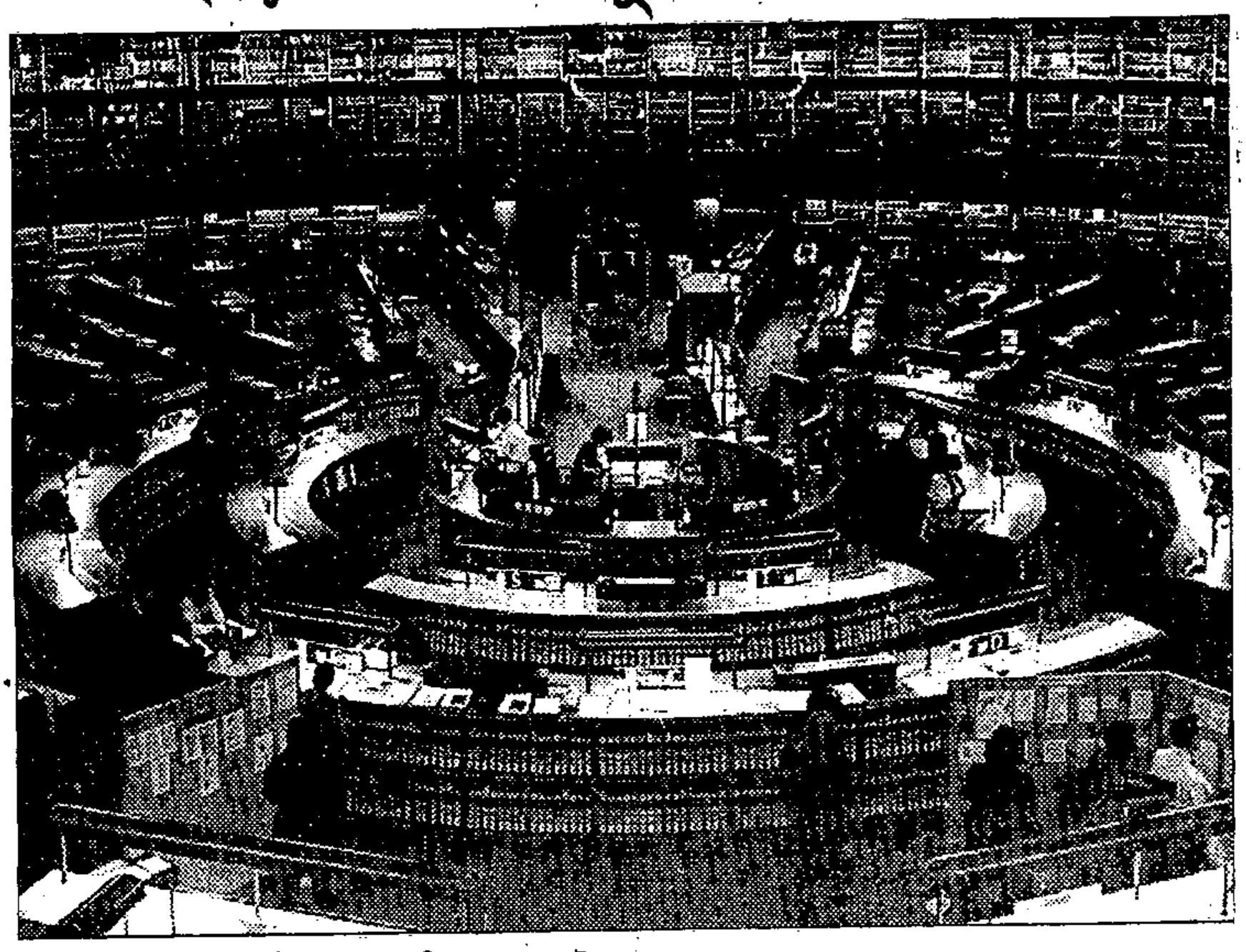

বইয়ের নয় কম্পিউটার ডিস্কের লাইব্রেরি হবে এরকমই

এই যখন অবস্থা তখন এই প্রকল্পের কর্তারা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা কম্পিউটার ডিস্ক ব্যবহার করবেন এবং আগের যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তালিকা আছে সেগুলোকেও ঐ ডিস্কের মধ্যে ভরে ফেলবেন। কিন্তু তার পরেও আরও উচ্চাভিলাষী এক পরিকল্পনা নিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা শুধু তালিকা নয় বইগুলোকেই ডিস্কে ভরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার জন্য প্রয়োজন হবে বিশ লাখ ডিস্কের। এ প্রকল্পের কাজে এখন ইন্টারনেট এবং কম্পিউটারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে, আর তাই কাজ শেষ করতে সময় লাগবে অনেক কম। ২০০২ সালের মধ্যে শেষ হবে এ প্রকল্পের কাজ।

এছাড়া নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জনক্যাননের নেতৃত্বে আর একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ১৬৮০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির প্রতিলিপি কমপ্যাক্ট ডিস্কে ভরে ফেলার। এসবের মধ্যে থাকছে ব্রিটেনের তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত নথিপত্র, সরকারী নির্দেশনামা, সামাজিক দলিল এবং জন্মমৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যন্ত। এই বিশাল তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অনেককেই বিস্মিত করেছে কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জন্যই। কেউ কেউ আবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই বিশাল তথ্য সমুদ্র থেকে বই খুঁজে বের করা কতটা সহজ হবে?

কিন্তু প্রফেসর জন ক্যাননের মতে এটা কোন সমস্যাই নয়, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যে কোন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। তার পরেও একই নামের একাধিক লেখক নিয়ে সমস্যারও সমাধান করা হয়েছে। এঁদের নামের সঙ্গে এমন কিছু সঙ্কেত সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে যাতে পরিষ্কার বোঝা যায় কে কি ছিলেন।

এই যে গ্রন্থ এবং সাধারণ মানুষের ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষণের কাজ, এটা খুব একটা সাধারণ বিষয় নয়। কারণ এর ফলে ইতিহাস সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যেতে পারে। রাজপরিবার বা রাজনৈতিক বিষয়াবলীর বাইরে সাধারণ মানুষের যে মতামত ও অবস্থান তারও বিষদ বিবরণী পাওয়া যাবে এ ধরনের তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ফলে নতুন করে ইতিহাসের মানদণ্ড নির্ধারিত হওয়াও বিচিত্র নয়। ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনার পিছনের অনেক প্রকৃত ঘটনাও প্রকাশ হয়ে পড়বে— যার ফলে দেখা যাবে যেভাবে ইতিহাসের চাকা ঘুরছিল বলে এতদিন মনে করা হতো তা ছিল ভুল। অনেক রহস্যেরও কিনারা হবে এর ফলে। বদলে যাবে ইতিহাসের বিচার আর সেই সঙ্গে কি পাল্টে যাবে আগামী দিনের লাইব্রেরির চেহারাও? বাইরে শেলফের বদলে থাকবে কম্প্যাক্ট ডিস্কের তাক। অনেক কম জায়গায় অনেক বেশি জ্ঞানের ও তথ্যের খোরাক রাখা যাবে। তাহলে কি আগামীতে মানুষ আর বই লিখবে না? লিখবে ডিস্ক? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ভারটা আগামী দিনের মানুষের হাতেই ছেড়ে দেয়া ভাল।